ব্যাটবলের যুগলবন্দি

সঞ্জীব কুমার দত্ত

সামনেই ভ্যালেন্টাইন ডে। বাঙালির প্রেমদিবস। প্রেম যদিও নির্দিষ্ট কোনও দিন, দেশ-কাল-গণ্ডিতে আবদ্ধ নয়। কখনও প্রেমের টানে হাজারো মাইল পার হওয়া, কখনও ক্রিকেটের বাইশ গজেই ভ্যালেন্টাইনকে খুঁজে পাওয়া। রাজার খেলায় মন দেওয়া-নেওয়ার কাহিনি নতুন নয়। কিন্তু প্রেমিক যুগল যখন দু'জনেই জাতীয় দলের সদস্য হন, সাতপাকে বাঁধা পড়েন তখন অন্যমাত্রা যোগ করে। ব্যাট-বলের রাজকীয় খেলায় মহিলা ও পুরুষ জাতীয় দলের তারকা একসঙ্গে পথ চলার বেশ কিছু ঘটনা রয়েছে। রিচার্ড হ্যাডলি কিংবা আজকের অসি স্পিডস্টার মিচেল স্টার্ক, বাইশ গজেই খুঁজে নিয়েছেন নিজেদের জীবনসঙ্গী। আজীবন বাঁধা পড়েছেন ক্রিকেটার প্রেমিকার কাছে।

রিচার্ড হ্যাডলি-কারেন

ক্রিকেটার দম্পতির তালিকায় সবচেয়ে চর্চিত নাম রিচার্ড হ্যাডলি। নিজের সময়ে সর্বাধিক টেস্ট উইকেটের বিশ্বরেকর্ড গড়েছিলেন নিউজিল্যান্ডের এই কিংবদন্তি ক্রিকেটার। ভালোবেসে বিয়ে করেন মহিলা দলের ক্রিকেটার কারেন আন মার্শকে। নিউজিল্যান্ডের হয়ে টেস্ট না খেললেও, একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলেছেন হ্যাডলি-পত্নী। স্বামীর মতোই পেস অলরাউন্ডার ছিলেন। ১৯৭৮-এ ভারতে অনুষ্ঠিত মহিলা বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলেন। কারেনের জন্ম নিউজিল্যান্ডের নর্থ আইল্যান্ড হোয়াংগারেই-তে। ঘরোয়া ক্রিকেটে অবশ্য ক্যান্টারবেরির হয়ে দীর্ঘদিন খেলেছেন। ক্যান্টারবেরির পুরুষ দলের সদস্য ছিলেন রিচার্ড হ্যাডলি। ক্রিকেটের সুবাদেই আলাপ-পরিচয়, প্রেম এবং বিয়ের সিদ্ধান্ত।

মিচেল স্টার্ক-এলিসা হিল

অসি ক্রিকেটের 'ফার্স্ট কাপল'। মেগা এই বিয়েকে ঘিরে রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছিল। স্টার্ক স্টিভেন স্মিথ ব্রিগেডের সেরা বোলিং অস্ত্র। বিপজ্জনক গতিতে প্রতিপক্ষের শিরদাঁড়ায় হিমশীতল স্রোত বইয়ে দিতে জুড়ি নেই। সুদর্শন ও বিপজ্জনক স্টার্কই প্রেমে পড়েছিলেন এলিসা হিলের। ছোটবেলার পরিচয়। লম্বা প্রেমপর্ব। তারপর বিয়ে। এলিসার আরও একটা পরিচয় রয়েছে-ইয়ান হিলির ভাইজি, অস্ট্রেলিয়া মহিলা দলের উইকেটকিপার। ৯ বছর বয়সে প্রথম সাক্ষাৎ স্টার্ক-এলিসার। পরের বছর একই দলের সদস্য! দু'জনেই উইকেটকিপার! দলের মালিক খোদ স্টার্কের বাবা পল।

একসঙ্গে খেলার ছলেই ভালোবাসা। স্টার্কের কথায়, সোনালি চুলের মেয়েটাকে মন দিয়ে ফেলেছিলাম ছোটো থেকেই। ওর ক্রিকেট প্যাশানও স্টার্ককে আকর্ষিত করত। ক্রমে দুজনেই ক্রিকেটার হিসেবে নিজস্ব পরিচিতি তৈরি করেন। এলিসা এখনও পর্যন্ত ৩২টি একদিনের ম্যাচ ও ২টি টেস্ট খেলেছেন। ২০১৬-র টি২০ বিশ্বকাপ খেলতে ভারতেও এসেছিলেন। ইডেনে অনুষ্ঠিত ফাইনালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে হেরে রানার্স হয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয় তাঁকে। স্টার্ক আবার ২০১৫ বিশ্বকাপজয়ী অসি দলের সদস্য। এই জায়গাতে স্টার্ক-এলিসা জুটি অনন্য, যে দম্পতির বিশ্বকাপ

ফাইনাল খেলার নজির রয়েছে।

রজার প্রিডিয়াক্স-রুথ ওয়েস্টব্রুক

ক্রিকেট ইতিহাসের প্রথম কাপল, দেশের হয়ে আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা প্রথম ক্রিকেটার দম্পতি। ইংল্যান্ডের পুরুষ ও মহিলা দলের প্রতিনিধি ছিলেন রজার ও রুথ। ১৯৬০-এর দশকে ইংল্যান্ডের হয়ে তিনটি টেস্ট খেলেন রজার প্রিডিয়াক্স। ওপেনিং ব্যাটসম্যান হিসেবে পরিচিত ছিলেন রজার। কেন্টের হয়ে প্রথম ফাস্টক্লাস মরশুমেই হাজারের বেশি রান করে তাক লাগিয়ে দেন। ১৯৬৮ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে টেস্ট অভিষেক ঘটে। অপরদিকে, রুথ খেলেছিলেন আটটি টেস্ট। পরবর্তীকালে ইংল্যান্ড মহিলা দলের কোচ ও ম্যানেজারের মতো গুরুদায়িত্ব সামলেছেন। ছয়ের দশকে এই ক্রিকেট দম্পতি প্রচারের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন।

গাইডি অ্যালিস-রাসাঞ্জলি চন্দিমা সিলভা

শ্রীলঙ্কান ক্রিকেটার দম্পতি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তখন সবে হাঁটিহাটি পা-পা হাল শ্রীলঙ্কার। সেই সময় জাতীয় পুরুষ দলের নিয়মিত সদস্য ছিলেন গাইডি অ্যালিস। খেলেছিলেন ১১টি টেস্ট ও ৩১টি একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচ। এ হেন অ্যালিস বিয়ে করেছিলেন জাতীয় মহিলা দলের সুন্দরী সদস্য রাসাঞ্জলি চন্দিমাকে। মিসেস অ্যালিসও দীর্ঘদিন শ্রীলঙ্কার হয়ে খেলেছেন। ১টি টেস্ট ও ২২টি ওডিআই, ক্রিকেট প্রোফাইল একেবারে হেলাফেলার ছিল না।

ভারতীয় ক্রিকেটে এ হেন 'ফার্স্ট কাপল'-এর ঘটনা ঘটেনি। ক্রিকেট-বলিউড যোগ, বিদেশি ক্রিকেটারের ভারতীয় জামাই হওয়ার বেশ কিছু উদাহরণ রয়েছে। আবার ভারতীয় ক্রীড়াজগতের অন্যতম তারকা কন্যার প্রতিবেশী দেশের পুত্রবধূ হয়েছেন। ভারত-পাকিস্তানের বৈরিতার মাঝে সানিয়া মির্জা-শোয়েব মালিকের বিবাহ দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের সু-বাতাস বইয়ে দিয়েছিল।

ভারতীয় ক্রিকেটে 'ফার্স্ট কাপল' না থাকলেও, ক্রীড়াক্ষেত্রের দুই তারকার বিবাহের উদাহরণ গড়েছেন দীনেশ কার্তিক, দীপিকা পাল্লিকাল। কার্তিক দীর্ঘদিন ধরেই ভারতীয় ক্রিকেটে পরিচিত মুখ। বর্তমান বিরাট ব্রিগেডের অন্যতম সদস্যও। অপরদিকে, দীপিকা দেশের মহিলা স্কোয়াশের সবচেয়ে বড় নাম। নিজ নিজ ক্ষেত্রে দু'জনে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। কার্তিকের প্রথম বিবাহ ভেঙে যাওয়ার পর তার জীবনে নতুন ভ্যালেন্টাইন হয়ে দীপিকার প্রবেশ।

'খেলতে খেলতে' কেমন লাগছে জানান। অনধিক ৫০০ শব্দে ক্রীড়াবিষয়ে লেখাও পাঠাতে পারেন। নাম-ঠিকানা সহ মতামত/লেখা পাঠান-
'খেলতে খেলতে', ১৪এ মনোহরপুকুর রোড, কলকাতা-২৬। ই-মেল: kheltekhelteubs@gmail.com